মেঘনা বুলেটিন

জুন, ২০২২; সংখ্যা–৫১

রেডিও মেঘনা

আমাদের সম্পর্কে

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ফাউন্ডেশন এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকুলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবন–মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাসন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দুরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

রেডিও মেঘনায় প্রচারের ফলে বাড়ছে টিকা গ্রহীতার সংখ্যা: স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

বাংলাদেশে ৭ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী শুরু হয় করোনাভাইরাস প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচী। এই কর্মসূচী শুরুর পর নানা ধরনের আশঙ্কার কারণে টিকার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না দেশের অনেক মানুষ। তবে এখন তা বেড়ে হয়েছে চারগুন। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ভোলা চরফ্যাসনে মানুষের মাঝে টিকা দেওয়ার আগ্রহ বেড়েছে। রেডিও মেঘনায় প্রচার করা হয় এই ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয় নিয়ে নানা অনুষ্ঠান ও তথ্য কণিকা। এর ফলে চরফ্যাসনের মানুষের মাঝে বেড়েছে টিকা নেওয়ার আগ্রহ এমনটা জানান চরফ্যাসনের স্বস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার শোভন কুমার বসাক।

চরফ্যাসনের কুলসুমবাগ এলাকার হালিমা বেগম জানান, শুরুতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধী টিকা সম্পর্কে ছিলেন তারা সন্দিহান। একেকজন মানুষ থেকে শুনতেন একেক রকমের কথা। তাই এই টিকা সম্পর্কে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে নানা রকমের ভয় ছিলো তাদের মনে। কিন্তু যখন দেখলাম রেডিও মেঘনায় করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে প্রতিনিয়ত সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে তখন থেকে এই অনুষ্ঠান গুলো শুনতাম। তারপর মনে হলো করোনার ভ্যাকসিন আমাদের জন্য অতী জরুরি। এই রেডিও মেঘনার অনুষ্ঠান শুনেই আমার ও পারিবারের সবার টিকা দেওয়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এবং আমরা সবাই টিকাও নিয়েছি। সর্বশেষ রেডিও মেঘানকে ধন্যবাদ জানান।

ডাক্তার শোভন কুমার বসাক মহোদয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মৌসুমী মনীষা।
স্থান: চরফ্যাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ছবি: সুরভী, তারিখ: ১৫ মে, ২০২২।

বিলুপ্তির পথে হোগলা পাতার পাখা, ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন আমিনাবাদের মোস্তফা

খোলা আকাশের নিচে উঠোন জুরে হোগলা পাতার পাখা ও মাদুর তৈরির দৃশ্য হার-হামেশেই গ্রাম-গঞ্জে দেখা যেত। প্রচন্ড গরমে স্ত্রী তার স্বামীকে হোগলা পাতার পাখা দিয়ে বাতাস দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া ছিল চিরচেনা এক দৃশ্য। কালের বিবর্তনে সভ্যতার নতুন দিগন্তে হোগলা পাতা অনেকটা বিলুপ্তির পথে। কিন্তু এখনো কিছু গ্রাম অঞ্চলে আয়ের উৎস্য হিসেবে বেঁচে আছে হোগল পাতার পাখার প্রচলন।

হোগলা পাতার কদর সবচেয়ে বেশি দেখা যেত বিশ-শতকের আগে। গ্রামের হাটবাজারে, নববষের মেলায় প্রতিটি দোকানে তখন থরে থরে সাজানো থাকতো নানা রকমের পাখা। অনেকেই তখন হাত পাখা কিনে হাঁটতে হাঁটতে মেলা থেকে বাড়ি ফিরতো। তখন এতোটা আধুনিকতার ছোয়া লাগেনি গ্রাম-গঞ্জে। তাল, হোগলা পাতার পাখাই ছিলো শীর্ষে। চরফ্যাসন উপজেলার আমিনাবাদ এলাকার ৫৫ বছর বয়সি মোঃ মোস্তফা জানান, তিনি পেশায় একজন হস্তশিল্প। এখনো এই পেশা ধরে রাখার জন্য ১৫ বছর যাবৎ হোগলা পাতার পাখা বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন।

সন্তানদের পড়াশুনার খরচ থেকে শুরু করে সংসার চালানোর একমাত্র মাধ্যমই হলো হোগলা পাঁখার ব্যবসা। দৈনিক ৩০টি পাখা পিজ প্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা ধরে হাজার টাকায় বিক্রি হয় বলে জানান তিনি। মোঃ মোস্তফা মিয়ার স্ত্রীর সাথে কথা বলে জানা যায়, তিনি বাসায় বসে সংসারের আয় বৃদ্ধির জন্য নিজ হাতে একাই পাখা বুনে থাকেন।

ভবিষ্যতেও এই হস্তশীল্পের কাজ ধরে রাখবেন। ইলেক্ট্রনিক যুগে এসে হোগলা পাতার পাখা অনেকটা বিলুপ্তির পথে হলেও গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে চিরচেনা এই হোগলা পাতার পাখা। এর ব্যবহার তুলনা মুলক কম হলেও এর ঐতিহ্য হাজার বছরের। আধুনিকতার সাথে পালা দিয়ে উঠতে না পারলেও মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে এ পাখা।

ঐতিহ্যবাহি হোগলা শিল্পীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন ফাতেমা জাহান।
স্থান: আমিনাবাদ, চরফ্যাসন। ছবি: ফারিহা ইসলাম। তারিখ: ১৯ মে, ২০২২।

শ্রোতা মতামত

- সাজসজ্জা অনুষ্ঠানে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের ত্বকের যত্ন সর্ম্পকে জানতে চান শ্রোতারা।
- বিকাশ এ্যাকাউন্ট হ্যাক প্রতিরোধে তথ্য প্রচার করায় ফোন কলের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এক শ্রোতা।
- বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট, লেখক এবং গীতিকার আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এর স্মরণে লাইভ প্রচারের পর এসএমএ এর মাধ্যমে শোক প্রকাশ, দোয়া ও শান্তি কামনা করেন শ্রোতারা।

যোগাযোগ:

উম্মে নিশি,
সহকারি স্টেশন ম্যানেজার,
রেডিও মেঘনা, কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা
ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০

manager@radiomeghna.net
/radiomeghna99.0
/radiomeghna.net